গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা সমবায় কার্যালয়
নোয়াখালী সদর,নোয়াখালী।
Web : http://coop.sadar.noakhali.gov.bd/
E-mail : Ucosadar@yahoo.com
Facebook : www.facebook.com/uco sadar noakhali

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২০২২

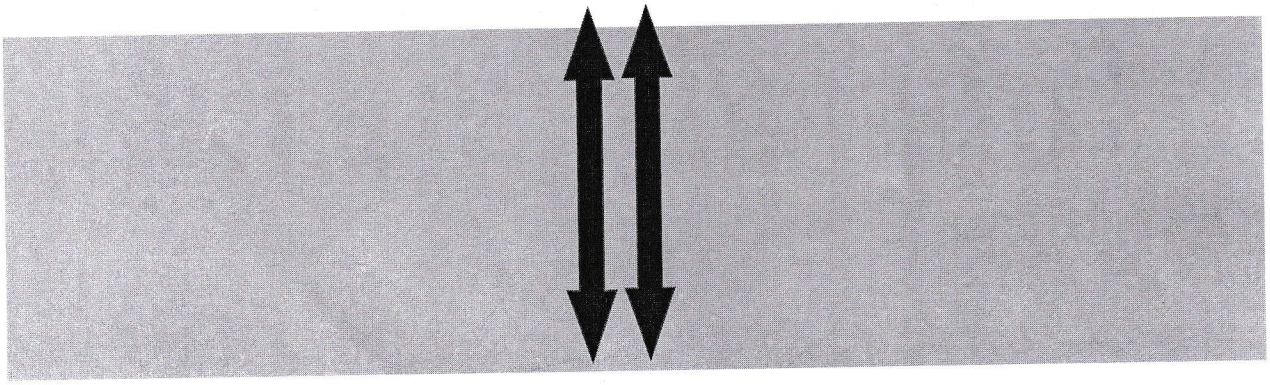

মুখবন্ধ

উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের আওতায় নিবন্ধিত সমবায় সমিতিসমূহ নোয়াখালী জেলার আর্থ –সামাজিক অগ্রগতি অর্জনে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে চলেছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে একীভূত করে সমবায় আন্দোলন অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন করেছে। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পদের মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে সমবায়কে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক 'রূপকল্প ২০২১' ও 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র হ্রাসে সমবায় সমিতিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অর্থণীতির সকল খাতেই আজ সমবায় কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। উপজেলা সমবায় কার্যালয় ও সমবায় সমিতিসমূহ উপজেলা তথা দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে যে অবদান রাখছে তার একটি চিত্র তুলে ধরার জন্য প্রতি বছর জেলা সমবায় কার্যালয় কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়ে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২১-২০২২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হলো।

প্রতিবেদনটিতে উপজেলা ব্যাপী সংগঠিত সমবায় সমিতিগুলোর সংখ্যা, ব্যক্তি সদস্য, শেয়ার মূলধন, সঞ্চয় আমানত, গঠিত অন্যান্য তহবিল, গৃহীত ও দাদনকৃত ঋণ, আদায়কৃত ও পরিশোধিত ঋণ, লভ্যাংশ বিতরণ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে। এ সকল তথ্য মাঠ পর্যায়ে সমবায় সমিতিসমূহ থেকে সংগ্রহ করে উপজেলা সমবায় কার্যালয়ে চূড়ান্তভাবে সংকলন করা হয়েছে।

প্রতিবেদনটি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, সরকারি নীতিনির্ধারক, গবেষক, সমবায় আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষার্থীসহ সকল মহলের জন্য সহায়ক হবে বলে আশা করি।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ প্রণয়নের জন্য তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(মিনু প্রভা ভৌমিক)
উপজেলা সমবায় কার্যালয়,
নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী

উপদেষ্টা

(মিনু প্রভা ভৌমিক)
উপজেলা সমবায় কার্যালয়,
নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী

সম্পাদনা পরিষদ

সামছু উদ্দিন চৌধুরী
সহকারী পরিদর্শক, উপজেলা সমবায় কার্যালয়, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী।

মোহাম্মদ সামছু উদ্দিন
সহকারী পরিদর্শক, উপজেলা সমবায় কার্যালয়, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী।

তৃনা দাস
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, উপজেলা সমবায় কার্যালয়, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী।

সংকলন

মোহাম্মদ সামছু উদ্দিন
সহকারী পরিদর্শক, উপজেলা সমবায় কার্যালয়, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী।

প্রকাশকাল

৩০ অক্টোবর ২০২২

প্রকাশনায়

Web : http://coop.sadar.noakhali.gov.bd/
E-mail : Ucosadar@yahoo.com
Facebook : www.facebook.com/uco sadar noakhali

➢ সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
এক নজরে উপজেলা সমবায় কার্যালয়, নোয়াখালী এর উন্নয়ন কার্যক্রমের তথ্য বিবরণী	৫
ভূমিকা	৮
উপজেলা সমবায় কার্যালয়, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী এর রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি	৯
উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের লক্ষ্য এবং দায়িত্ব	১০
এক নজরে সমবায় বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহ এবং সমবায় সমিতির কার্যক্রমসমূহ	১১
সমবায়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	১২
বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা	১৩
উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের জনবল	১৪
সমবায় সংগীত	১৫

➢ এক নজরে

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী এর উন্নয়ন কার্যক্রমের তথ্য বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	২০২১-২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
১.	সমবায় সমিতির সংখ্যাঃ	সমবায় বিভাগীয়	পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	মোট
	কেন্দ্রীয়	০৩ টি	২ টি	৫টি
	প্রাথমিক	১৯৮ টি	১৭৬ টি	৩৭৩ টি
	মোট:	২০১টি	১৭৮ টি	৩৭৮ টি
২.	আলোচ্য ২০২১-২২ অর্থবছরে সমবায় সমিতি নিবন্ধন প্রদান			০১ টি
৩.	আলোচ্য ২০২১-২২ অর্থবছরে সমবায় সমিতি নিবন্ধন বাতিল			নাই
৪.	সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যাঃ	৩৪,৬,৮০ জন		
৫.	সমবায় সমিতির গৃহীত শেয়ার মূলধনঃ	৫৮.৫৬ টাকা		
৬.	সমবায় সমিতির গৃহীত সঞ্চয় আমানতের পরিমাণঃ	৮৯৪.০২ টাকা		
৭.	সমবায় সমিতির সংরক্ষিত তহবিল ও নীট লাভ থেকে সৃষ্ট তহবিলঃ	১৩.০২ টাকা		
৮.	সমবায় সমিতির কার্যকরী মূলধনঃ	১৮৩২.৫৬ টাকা		
৯.	সমবায় সমিতির সদস্যদের মাঝে (নিজস্ব তহবিলের অর্থায়নে)ঋণ বিতরণ ও আদায়ঃ			
	ঋণ বিতরণঃ	৫৭৪৬.৬৯ টাকা	ঋণ আদায়ঃ	৮৪৬.১৭ টাকা
১০.	ঋণ গ্রহণের ফলে উপকারভোগী স্বাবলম্বী হওয়ার সংখ্যাঃ	৩৫০ জন		
১১.	সমবায় সমিতির নিজস্ব সম্পদের পরিমাণ (জমি, মার্কেট ও ব্যাংক ব্যালেন্সসহ): ২২৬.৮২টাকা			
১২.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অগ্রাধিকার প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমিহীন জনগণকে পুনর্বাসন (আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ ফেইজ-২/আশ্রয়ণ-২):			
	ক) প্রকল্পের সংখ্যা:	০২ টি		
	খ) সমবায় সমিতির সংখ্যা:	০৮ টি		
	গ) সদস্য সংখ্যা:	৩৮০জন		
	ঘ) ব্যারাক সংখ্যা:	১০ টি		
	ঙ) ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন:	১০০ পরিবার		
	চ) পুনর্বাসিত পরিবারকে ঋণ বিতরণ (সরকারী ঋণ): ১২,৩৯,০০০ টাকা	ঋণ আদায়:	৫,৬৭,০৯৬ টাকা	
১৩.	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী (বার্ড, কুমিল্লা):			
		সমিতির সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	
		নাই	নাই	
	ঋণ বিতরণ:	নাই	ঋণ আদায়:	নাই
১৪.	ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার প্রকল্প(সরকারি অর্থায়নে):			
	ঋণ বিতরণ:	নাই	ঋণ আদায়:	নাই
	বিশেষায়িত সমবায় সমিতিঃ	**সমিতির সংখ্যা**	**সদস্য সংখ্যা**	
১৫.	কালব্ ভুক্ত সমবায় সমিতি:	নাই	নাই	
১৬.	**সমবায় ব্যাংক এর আওতাধীন:**	**১৪ টি**	**৬,১৩৬ জন**	
	ক)প্রাথমিক জমি বন্ধকী ব্যাংক	১ টি	২,৮২৫ জন	
	খ)প্রাথমিক ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি	০৮ টি	২৪১ জন	
	গ)প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি	০৫ টি	৩,০৭০ জন	
১৭.	সিআইজি (কৃষি/মৎস্য/প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন):	নাই	নাই	
১৮.	সিবিজি (মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন):	০২ টি	৪০ জন	
১৯.	দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি:	০১টি	২২ জন	
২০.	পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি:	০১ টি	৭৬৮ জন	

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	২০২১-২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
	ক) স্লুইস গেইট নির্মাণ- নাই			
	খ) খাল খনন- নাই			
২১.	সফল সমবায় সমিতির সংখ্যা (প্রাথমিক):		৪ টি	
	সফল সমবায় সমিতির নাম		**উপজেলার নাম**	
	১) নোয়াখালী পৌর ব্যবসায়ী ও দোকান মালিক সমবায় সমিতি লি:		সদর	
	২) নোয়াখালী ক্ষুদ্র হকার্স সমবায় সমিতি লি:		সদর	
	৩) সহযোগিতা সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লি:		সদর	
	৪) নোয়াখালী খ্রিস্টান সমবায় সমিতি লি:		সদর	
২২.	**সমবায় সমিতির মালিকানাধীন মার্কেট সমূহ:**		**৪টি**	
	১)নোয়াখালী সুপার মার্কেট, সদর, নোয়াখালী;			
	২)নোয়াখালী ক্ষুদ্র হকার্স সমবায় মার্কেট, সদর, নোয়াখালী;			
	৩)নদী বাংলা সমবায় টাওয়ার, সদর, নোয়াখালী;			
	৪)সমবায় মার্কেট, টাউন হল মোড়, সদর, নোয়াখালী;			
২৩.	সমবায় মার্কেটে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সংখ্যা:		৫০০ জন	
২৪.	সমবায় সমিতিতে কর্মসংস্থান:		৩২৮ জন	
২৫.	আলোচ্য ২১-২২ অর্থবছরে সমবায় সমিতির সদস্যদের মাঝে লভ্যাংশ বিতরণ:		নাই	
২৬.	অবসায়নে ন্যস্ত সমবায় সমিতির সংখ্যা:		৮ টি	
২৭.	আলোচ্য বর্ষে সরকারী কোষাগারে রাজস্ব জমা:		**ধার্য**	**আদায়**
	ক) অডিট ফি/নিবন্ধন ফি/ভ্যাট		৬৮,৪৭১টাকা	৬৮,৪৭১টাকা
	খ) সমবায় উন্নয়ন তহবিল		২৪,৫৫১ টাকা	২৪,৫৫১ টাকা
	মোট:		৯৩,০২২ টাকা	৯৩,০২২ টাকা
২৮.	আলোচ্য বর্ষে সমবায় প্রশিক্ষণ প্রদান:		**প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা**	**প্রশিক্ষণ প্রদান**
	ক) ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ		১০০ জন	২০০ জন
	খ) আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ (বিভিন্ন ট্রেডে)		নাই	নাই
	গ) কর্মকর্তা-কর্মচারি (দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে)		০৩ জন	০৩ জন
	মোট:		১০৩ জন	২০৩ জন
২৯.	আলোচ্য বর্ষে সমবায় সমিতির অডিট অগ্রগতি:		**অডিটের লক্ষ্যমাত্রা**	**অডিট অগ্রগতি**
	ক) সমবায় বিভাগীয়(কেন্দ্রীয়/প্রাথমিক)		১২৬টি	১২৬ টি
	খ) পল্লী উন্নয়ন বোর্ড(কেন্দ্রীয়)		০৩ টি	০৩ টি
	মোট:		১২৯ টি	১২৯ টি
৩০.	সমবায় সমিতি কর্তৃক গৃহীত সরকারি ঋণ			নাই
৩১.	সমবায় সমিতি কর্তৃক পরিশোধিত সরকারি ঋণ			নাই
৩২.	সমবায় সমিতি কর্তৃক গৃহীত সরকারি ঋণ দেনা			নাই
৩৩.	জাতীয় সমবায় পুরস্কার প্রাপ্ত সমবায় সমিতি সমূহ:		নাই	

এছাড়াও সমবায় বিভাগের প্রদত্ত সেবাসমূহ তৃণমূলে পৌছানোর লক্ষ্যে জনসাধারণকে অবহিত করার নিমিত্ত নিয়মিতভাবে উন্নয়ন মেলা ও সেবা সপ্তাহ পালন করা হয়। নাগরিক সেবা সহজ ও দ্রুত করার জন্য এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে এ দপ্তরের শতভাগ কার্যক্রম ই-নথি সিস্টেমে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

ভূমিকা

দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাপি একটি পরীক্ষিত ও স্বীকৃত মাধ্যম হচ্ছে সমবায়। সুষম সামাজিক উন্নয়ন ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভাবসাম্য প্রতিষ্ঠা, সামাজিক খাতের বিকাশ, সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় ও সংহতকরণ, তৃণমূল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক চর্চা ও নেতৃত্বের বিকাশ সাধনে সমবায়ের বিকল্প নাই । সমবায়ের মাধ্যমে সদস্যদের স্বল্প স্বল্প পুঁজি একত্রিত হয়ে যে বিপুল অংকের পুঁজি তৈরি হয় তা হতে পারে মানুষের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার চাবিকাঠি। সরকারি ঋণদান সংস্থা, ব্যাংক বা অন্য কোন অর্থ লগ্নী প্রতিষ্ঠান অনেক ক্ষেত্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ঋণদানে পিছপা হয়। এই হতাশাজনক ও অমর্যাদাকর অবস্থা হতে উদ্ধার পেতে এবং আত্ন-বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে স্বচ্ছল অবস্থায় ফিরে আসতে একমাত্র সহায়ক ও পরীক্ষিত পদ্ধতি হলো সমবায়। তাই আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের জনগোষ্ঠীকে দারিদ্রতা থেকে মুক্তি ও স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার জন্য সমবায়ের পথ ধরেই এগোতে হবে। বর্তমানে অর্থনীতির প্রায় সকল শাখায় সমবায় তার কার্যক্রম বিস্তৃত করেছে। সরকার ঘোষিত নির্বাচনী অঙ্গীকার "রূপকল্প ২০২১" ও "রূপকল্প ২০৪১" বাস্তবায়নে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, বিশেষ করে আর্থিক ও সেবা খাতে নতুন কার্যক্রম গ্রহণ, বিদ্যমান কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন ও বিভিন্ন প্রকার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে জেলা সমবায় কার্যালয় বেশ কিছু মৌলিক লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখতে পারে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন, প্রশিক্ষণ ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন বিশেষতঃ নারী উন্নয়নের মাধ্যমে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার ক্ষেত্রে সমবায় আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

জাতির পিতার সমবায়ের দর্শনের প্রেরণাকে লালন করে সমবায়ের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সমবায় হতে পারে এ দেশের দারিদ্র দূরীকরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে সুখী-সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়ার দর্শন। জাতির পিতা তাঁর আজীবনের লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার কর্মকৌশল বর্ণনা করতে যেয়ে বলেন **"আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে-এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ। সমবায়ের মাধ্যমে গরীব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে। অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুষম বন্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্র চাষী গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে। জোতদার ধনী চাষীর শোষণ থেকে তারা মুক্তি লাভ করবে সমবায়ের সংহত শক্তির দ্বারা। একইভাবে কৃষক, শ্রমিক, তাঁতী, জেলে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যদি একজোট হয়ে পুঁজি এবং অন্যান্য উপাদানকে একত্র করতে পারেন আর মধ্যবর্তী ধনিক ব্যবসায়ী-শিল্পপতি গোষ্ঠী তাদের শ্রমের ফসলকে লুট করে খেতে পারবে না। সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম-বাংলায় গড়ে উঠবে ক্ষুদ্র শিল্প, যার মালিক হবে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখী মানুষ"।**

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে সমবায়কে মালিকানার ২য় খাত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ তথা নোয়াখালী জেলায় গড়ে উঠেছে অসংখ্য নতুন নতুন সমবায় সমিতি। এ সকল সমবায় সমিতির বেশির ভাগই ক্ষুদ্র আয়ের জনগোষ্ঠীর মাঝে আর্থিক সুবিধা প্রদান করে দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। অন্যদিকে কৃষিজাত শিল্পায়ন ও মৎস্যখাতের পাশাপাশি দুগ্ধখাতে সমবায়ের কার্যক্রম ক্রমেই বিস্তৃতি ঘটছে। এছাড়া দেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সুবিধাভোগীদের সমন্বয়ে জেলায় গড়ে উঠেছে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি। আশ্রয়হীন ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠীকে ভুমি ও বাসস্থান বরাদ্ধ করে দেশের মূলধারায় সংযুক্ত করার প্রয়াসে গড়ে উঠেছে আশ্রয়ণ সমবায় সমিতি। ভুমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে এবং নিরাপদ আবাসন স্থাপনের লক্ষ্যে গড়ে উঠেছে গৃহায়ন সমবায় সমিতি। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি গ্রামের সকল মানুষকে একত্রিত করে গ্রামের অনাবিষ্কৃত সম্ভাবনাগুলোকে উন্মোচন করে স্থানীয় সম্পদ সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। পরিবহণ খাতে সংশ্লিষ্ট সমবায় তথা পরিবহন চালক-মালিক-শ্রমিক সমবায় দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভুমিকা পালন করছে।

উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের ২০২১-২০২২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে জেলার সমবায় খাতের কর্মকান্ডের একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

❖ উপজেলা সমবায় কার্যালয়, নোয়াখালী এর রূপকল্প(Vision),অভিলক্ষ্য(Mission), কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র, কার্যাবলি, লক্ষ্য এবং দায়িত্বঃ

১.১ রূপকল্প (Vision) :

টেকসই সমবায় টেকসই উন্নয়ন।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission) :

সমবায়ীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি, অকৃষি, আর্থিক ও সেবা খাতে টেকসই সমবায় গড়ে তোলা।

১.৩ কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র:

১.৩.১ উপজেলা **অফিসের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র**

১.টেকসই সমবায় গঠনে কার্যক্রম গ্রহণ;

২. উৎপাদন, আর্থিক ও সেবাখাতে সমবায় গঠন;

৩. সমবায় সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উদ্যোক্তা সৃজন।

১.৩.২ সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র:

১. সংস্কার ও সুশাসনমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ।

১.৪ কার্যাবলি (আইন/বিধি দ্বারা নির্ধারিত কার্যাবলি)(Functions):

১.সমবায় নীতিতে সমবায় বান্ধব কর্মকান্ডে উদ্বুদ্ধকরণ ও নিবন্ধন প্রদান;

২.নিরীক্ষা, পরিদর্শন ও তদারকির মাধ্যমে সমবায় সমিতিগুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা;

৩.সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ/উচ্চতর প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা;

৪.প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমবায়ীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তা সৃজনে সহায়তা করা;

৫.সমবায় নেটওয়ার্কিং জোরদার করার লক্ষ্যে সমবায় মূল্যবোধের প্রচার, প্রকাশনা, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান;

৬.পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা;

৭.গ্রামীণ মহিলা ও সাধারণ জনগোষ্ঠির ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় ভিত্তিক প্রকল্প ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন;

৮.সমবায় পন্য ব্রান্ডিং ও বাজার সংযোগ প্রতিষ্ঠায় সমবায়ীদের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করা;

৯.অভিলক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় নীতিমালা, উন্নয়ন কর্মসূচী এবং উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমবায় অধিদপ্তরকে সহযোগিতা করা।

১.৫ উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের লক্ষ্য এবং দায়িত্ব:

১.সমবায় আন্দোলনের প্রশাসনিক এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নীতি প্রণয়নে প্রস্তাবনা প্রদান করা;

২.নীতিমালার আলোকে প্রণীত সমবায় সমিতি আইন এবং বিধিমালার ব্যবহারিক প্রয়োগ করা;

৩.সমবায় আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ বা প্রস্তাবনা প্রদান করা;

৪. উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারি এবং সমবায় সমিতির সদস্য, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, বেতনভুক্ত কর্মচারিদেরকে বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমবায় নীতিমালা ও এর প্রায়োগিক বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

৫.সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা সাপেক্ষে মূলধন গঠন ও বিনিয়োগ, সঠিক ব্যবস্থাপনা, তহবিলের যথাযথ ব্যবহার করতঃ সমিতির স্বাভাবিক এবং আইনগত কার্যক্রম ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পরিচালনার জন্য সমবায় সমিতি সংগঠন, নিবন্ধন এবং অডিট করা;

৬.যুগের চাহিদা মোতাবেক সমিতি পরিচালনার সুবিধার্থে সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা সংশোধনের জন্য পরামর্শ প্রদান করা এবং উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা হিসেবে উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের উপর অর্পিত বিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালন এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করা;

৭.সমবায় সমিতির কার্যক্রম সম্পর্কে জরিপ, গবেষণা এবং কেইস স্টাডি পরিচালনা করে ফলাফল এবং প্রতিবেদন প্রকাশ করা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ প্রদান করা;

৮.উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা;

৯.বাংলাদেশ ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক, বিএডিসি ইত্যাদি সরকারি এবং স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় প্লান্ট স্থাপন এবং পণ্য আমদানি-রপ্তানির জন্য ঋণ ও যন্ত্রপাতিসমূহ এবং সমবায় সমিতির জন্য অন্যান্য দ্রব্য ও প্রয়োজনীয় সেবার ব্যবস্থা করা;

১০.সমবায়ের প্রচার, প্রকাশনা ও সম্প্রসারণমূলক কাজ-কর্ম পরিচালনা করা; এবং

১১.দাপ্তরিক প্রশাসন পরিচালনা।

❖ এক নজরে সমবায় বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহ এবং সমবায় সমিতির কার্যক্রম সমূহঃ

রূপকল্প : টেকসই সমবায়, টেকসই উন্নয়ন।

অভিলক্ষ্য : সমবায়ীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি, অকৃষি, আর্থিক ও সেবাখাতে টেকসই সমবায় গড়ে তোলা।

****সেবাসমূহঃ**

০১.সমবায় সমিতি নিবন্ধন প্রদান (পূর্বে ২৯ প্রকারের নিবন্ধন প্রদান করা হতো, বর্তমানে ৬টি প্রকার বাড়িয়ে ৩৫ প্রকারের নিবন্ধন দেওয়া হয়। উল্লেখযোগ্য প্রকার : উৎপাদনমুখী সমবায়, পেশাজীবী সমবায়, ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক সমবায়, প্রক্রিয়াজাতকরণ সমবায়, পর্যটন শিল্প সমবায়)। এছাড়াও কৃষি, মৎস্য এবং প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন (সিআইজি) সমিতির নিবন্ধনও এ বিভাগ প্রদান করে থাকে।

০২. সমবায় সমিতির বার্ষিক নিরীক্ষা সম্পাদন।

০৩.সমবায় সমিতিসমূহ বার্ষিক নীটলাভের ভিত্তিতে ১০% হারে নিরীক্ষা ফি, ১৫% হারে ভ্যাট এবং ৩% হারে সমবায় উন্নয়ন তহবিল খাতে সরকারি কোষাগারে রাজস্ব জমা প্রদান।

০৪. সমবায় সমিতির সদস্যদের স্বাবলম্বী ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারি অর্থায়ন ব্যতিরেকেই সমিতির নিজস্ব তহবিল হতে ঋণ প্রদান (স্বল্প মেয়াদী/দীর্ঘ মেয়াদী)।

০৫. সমবায় সমিতির মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

০৬. সমবায় সমিতির নিবন্ধিত উপ-আইন সংশোধন।

০৭. সমবায় সমিতির বিরোধ মামলা ও আপীল নিষ্পত্তি।

০৮. সমবায় সমিতির অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি নিয়োগ।

০৯. সমবায় সমিতির নির্বাচন কমিটি নিয়োগ।

১০. সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এর ৪৯ ধারায় সমিতির তদন্ত সম্পাদন।

১১. সমবায় সমিতির তহবিল তছরূপ বিষয়ে ৮৩ ধারায় দায় নির্ধারণ।

১২. সমবায় সমিতির সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী অনুষ্ঠিত সরকারের উন্নয়ন মেলা/ অন্যান্য মেলায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।

১৩. জাল যার জলা তার' এই নীতিতে মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিকে ০৩ (তিন) বছরের জন্য সরকারি জলমহাল ইজারা প্রদানে সহযোগিতা করা।

****প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ**

০১.সমবায় সমিতির সদস্য তথা অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেডে আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদান। যেমন : সমিতি ব্যবস্থাপনা, সমিতির হিসাব সংরক্ষণ, বেসিক কম্পিউটার, মোবাইল সার্ভিসিং, আউটসোর্সিং, হিসাব ও নিরীক্ষা, পাইপ ফিটিংস, ইলেক্ট্রিক্যাল, ক্রিষ্টাল শো-পিছ, সেলাই, গাভী পালন, ব্লক বাটিক, সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টি, ছাদ কৃষি ও বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ এবং ফলমূল চাষ ইত্যাদি।

০২. জেলার প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক প্রতিটি উপজেলায় গিয়ে সমবায়ীদের ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।

****প্রকল্প সমূহঃ**

০১.মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্পের অধীনে 'আশ্রয়ণ প্রকল্প' এর মাধ্যমে ভূমিহীন পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যগণের মাঝে সমবায় সমিতির মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেডে ঋণ বিতরণ ও আশ্রয় প্রদান।

০২. সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী' প্রকল্পের অধীনে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় সমিতি গঠন, বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান পূর্বক ঋণ প্রদান।

০৩.ফ্যামেলি ওয়েলফেয়ার'প্রকল্পের অধীন আয়বর্ধক বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সমবায়ীদের ঋণ প্রদান।

****সমবায় সমিতির কার্যক্রম সমূহ (আর্থ-সামজিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে)০ঃ**

০১.সদস্যদের নিকট হতে আমানত সংগ্রহ পূর্বক সদস্যদের ঋণ প্রদান;

০২.জমি ক্রয়-বিক্রয়;

০৩.মৎস্য চাষ;

০৪.গবাদী পশুপালন;

০৫.ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের পণ্য উৎপাদন ও বিক্রি;

০৬.সমবায় মার্কেট প্রতিষ্ঠা ও মার্কেটে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান;

০৭. শিক্ষার প্রসারে স্কুল প্রতিষ্ঠা,গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা উপকরণ প্রদান ও বৃত্তি প্রদান এবং সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

০৮. সমবায় সমিতির বার্ষিক নীট লাভ হতে সমবায় সমিতির সদস্যদের মাঝে লভ্যাংশ প্রদান।

এছাড়াও সমবায় বিভাগ সমবায় সমিতির সদস্যদের আর্থ-সামজিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সরকারের রাজস্ব আহরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তদুপরি সরকারের চলমান অন্যান্য জনগুরুত্বপূর্ণ কাজে এ বিভাগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে।

❖ সমবায়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ

১৯ শতকের দিকে ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট চরম বেকারত্ব ও দারিদ্রের কবল থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে ইংল্যান্ডের রচডেল শহরের তাঁতী ও শ্রমিকদের উদ্যোগে গঠিত সমবায় সংগঠনের ব্যাপক সফলতার ফলে অর্থনীতির এই তত্ত্ব জনপ্রিয় হয়ে উঠে। ভারতীয় উপমহাদেশে ১৯০৪ সালে দরিদ্র কৃষকদের মহাজনদের হাত থেকে রক্ষার জন্য ঋণ সরবরাহ করার লক্ষ্যে সমবায় যাত্রা শুরু করে সমবায় আইন ১৯০৪ জারীর মাধ্যমে। অত:পর সমবায় আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে পূর্বের আইন সংশোধন করে সমবায় সমিতি আইন ১৯১২ ও পরবর্তীতে ১৯৪০ সনে বংগীয় সমবায় সমিতি আইন জারী করে। ১৯৪২ সালে ভারত উপমহাদেশে প্রথম সমবায় নিয়মাবলী জারী হয়। ১৯৪৮ সালে দেশ বিভাগের পর তৎকালীন সরকার জাতীয় সমবায় ব্যাংক ও ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতির মাধ্যমে সমবায় কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। এরপর ৬০ এর দশকে কুমিল্লা মডেল হিসেবে খ্যাত দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় সারাদেশে ব্যাপক ব্যাপ্তি লাভ করে। বাংলাদেশে ১ম বারের মত ১৯৪০ সালের সমবায় আইনকে যুগোপযোগী করে সামরিক সরকার কর্তৃক ১৯৮৪ সালে সমবায় অধ্যাদেশ জারী করা হয়। ১৯৮৭ সালে সমবায় নিয়মাবলী প্রবর্তন করা হয়। ১৯৮৯ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথমবারের মত সমবায় নীতিমালা প্রবর্তন করা হয়। ২০০১ সালে প্রথমবারের মত বাংলায় সমবায় সমিতি আইন জারী করা হয়। সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এর কতিপয় ধারা সংশোধন করে সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন ২০০২ জারী করা হয়। সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এবং সংশোধিত আইন ২০০২ এর সমর্থনে ২০০৪ সালে সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২০২০ সালে সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ এর কতিপয় বিধি সংশোধন করা হয়। দারিদ্রমুক্ত আত্ন-নির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে সমবায়ী উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান এবং গণমুখী সমবায় আন্দোলনের দিকনির্দেশনার প্রয়োজনে ১৯৮৯ সালে প্রণীত সমবায় নীতিকে যুগোপযোগী করে জাতীয় সমবায় নীতি ২০১২ প্রণয়ন করা হয়। সমবায় সমিতি আইন ২০০১ কে অধিকতর সংশোধন করে সংশোধিত সমবায় সমিতি আইন ২০১৩ জারী করা হয়। এর পাশাপাশি সমবায় অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠতে থাকে স্বাধীন ও স্বপ্রণোদিত বিপুল সংখ্যক সফল ও স্বার্থক সমবায় সংগঠন। কালক্রমে তা অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রেই বিস্তৃতি লাভ করে।

❖ বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনাঃ

ভারত বিভাগোত্তর পাকিস্তান ও বাংলাদেশের প্রায় সব রাজনৈতিক দলের অর্থনৈতিক দর্শনে সমবায় একটি গুরুত্বপূর্ন জায়গা দখল করেছিল প্রায় সময়ই। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচীর ৪ নং দফায় তাই আমরা সমবায়ের উল্লেখ পাই এভাবে-"সমবায় কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন করা; কুটির শিল্পের বিকাশ ও শ্রমজীবিদের অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা;"। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক ভাষণে বলেছিলেন, "বাংলাদেশ আমার স্বপ্ন, ধ্যান, ধারনা ও আরাধনার ধন। আর সে সোনার বাংলা ঘুমিয়ে আছে চিরঅবহেলিত গ্রামের আনাচে কানাচে, চির উপেক্ষিত পল্লীর কন্দরে কন্দরে, বিস্তীর্ণ জলাভূমির আশেপাশে আর সুবিশাল অরণ্যের গভীরে। ভাইয়েরা আমার-আসুন সমবায়ের যাদুস্পর্শে সুপ্ত গ্রামবাংলাকে জাগিয়ে তুলি। নব-সৃষ্টির উন্মাদনায় আর জীবনের জয়গানে তাকে মুখরিত করি"। বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন "আমি বাঙ্গালী জাতিকে ভিক্ষুকের জাতি হিসাবে দেখতে চাই না। আমি চাই তারা আত্ম-মর্যাদাশীল জাতি হিসাবে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে সোনার বাংলা গড়তে হবে"। আর এ প্রেক্ষিতে দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্য নিয়ে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের পবিত্র সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতি মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগনের অনগ্রসর অংশ সমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা"। আবার সংবিধানের ১৯(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করিবে"। এরই ধারাবাহিকতায় সমবায়ের আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে দেশের উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বন্টনপ্রনালী সমূহের মালিকানার ক্ষেত্রে সমবায়ী মালিকানাকে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় মালিকানা খাত হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন দর্শন ছিল এ দেশের গন মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এক গভীর মানবিক সংগ্রামী দর্শন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন দেশের প্রতিটি গ্রামে সমবায় সমিতি গঠন করা হবে। তিনি গনমূখী সমবায় আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সমবায় নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন যে কত গভীরে প্রোথিত ছিল তা আমরা ২৬ মার্চ ১৯৭৫, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের এক ভাষনে জানতে পারি। তিনি বলেছিলেন "আমার যুবক ভাইরা, আমি যে কো-অপারেটিভ করতে যাচ্ছি গ্রামে গ্রামে এর উপর বাংলার মানুষের বাঁচা মরা নির্ভর করবে। আপনাদের ফুল প্যান্টা একটু হাফ প্যান্ট করতে হবে। পায়জামা ছেড়ে লুঙ্গি পরতে হবে"। বঙ্গবন্ধু সংগ্রামী চেতনার আলোকে মনে করতেন যে, সমবায় একটি মানব কল্যাণমূলক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পদ্ধতি-যার মাধ্যমে মানুষের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব।

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে ৩০ জুন ১৯৭২ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন কর্তৃক আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত বাণীতে। তিনি বলেছেন- "আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। .... সমবায়ের মাধ্যমে গরীব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন-যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে। অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুষম বণ্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্র চাষী গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে। জোতদার ধনী চাষীর শোষণ থেকে তারা মুক্তি লাভ করবে সমবায়ের সংহত শক্তির দ্বারা। .... সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম বাংলায় গড়ে উঠবে ক্ষুদ্র শিল্প যার মালিক হবে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখী মানুষ। .... আজ সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামে গ্রামে, থানায়, বন্দরে গড়ে তুলতে হবে মেহনতী মানুষের যৌথ মালিকানা। কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে পাবে ন্যায্য মূল্য, শ্রমিকরা পাবে শ্রমের ফল-ভোগের ন্যায্য অধিকার।

বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা প্রসংগে আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংস্থা (আইসিএ) এর সভাপতি এর ভাষায়- বঙ্গবন্ধু মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন-সমবায় মানুষের চাহিদা মেটানোর কাজ করে- লোভ মেটানোর কাজ করে না। সমবায় সমিতি একটি সাধারণ প্রতিষ্ঠান নয়। সমবায় সমিতি এমন একটি জনকল্যাণ ও উন্নয়ন মূলক আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান যার মধ্যে থাকে- গণতন্ত্র, অর্থনীতি, সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টা, উৎপাদনের কর্মযজ্ঞ, সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির প্রয়াস; সর্বোপরি সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন।

➢ নোয়াখালী সদর উপজেলাধীন সমবায় বিভাগের জনবল

(জুন/২০২২)

ক্রঃ নং	পদের নাম	শ্রেণী	অনুমোদিত জনবল	কর্মরত জনবল	শূন্যপদ	মন্তব্য
	জেলা কার্যালয়:					
০১	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	২য়	০১	০১	--	
০২	সহকারী পরিদর্শক	৩য়	০২	০২	--	
০৩	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	৩য়	০১	০১	--	
০৪	অফিস সহায়ক	৪র্থ	০১	০১	--	
	উপজেলার মোট:		**০৫**	**০৫**	**---**	

❖সমবায় সংগীত

-----কাজী নজরুল ইসলাম

'ওরে নিপীড়িত, ওরে ভয়ে ভীত শিখে যা আয়রে, আয়।

দুঃখ জয়ের নবীনমন্ত্র-'সমবায়, সমবায়'!

ক্ষুধার জ্বালায় মরেছি সুধার কলস থাকিতে ঘরে!

দারিদ্র্য, ঋণ, অভাবে জ্বলেছি না চিনে পরস্পরে!

মিলিত হইনি তাই আমাদের দুর্গতি ঘরে ঘরে!

সেই দুর্গতি-দুর্গ ভাঙ্গিবো সমবেত পদঘায়!!

দুঃখ জয়ের নবীন মন্ত্র সমবায়, সমবায়.....।

মিলি পরমাণু পর্বত হয় সিন্ধু বিন্দু মিলে,

মানুষ শুধুই মিলিবে না কি রে মিলনের এ নিখিলে?

জগতে ছড়ানো বিপুল শক্তি কুড়াইয়া তিলে তিলে

আমরা গড়িবো নতুন পৃথিবী সমবেত মহিমায়!!

দুঃখ জয়ের নবীন মন্ত্র সমবায়,সমবায়.....।

দুর্ভিক্ষের, শোষণের আর পেষণের জাঁতাকলে

এক হয় নাই বলিয়া আমরা মরিয়াছি পলে পলে।

সকল দেশের মানুষ আজি সহস্র দলে,

মিলিয়াছি আসি-রবে না জগতে প্রবলের অন্যায়!!

দুঃখ জয়ের নবীন মন্ত্র সমবায় সমবায়.....।

-----সমাপ্ত-----